বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১০-১১

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

www.nbr-bd.org

ভূমিকা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রথম প্রকাশ করা হয়েছিল ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে। ২০১০-১১ অথবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের ২০১০-১১ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রদান করা হয়েছে। মূলতঃ দেশের কাস্টমস্ ডিউটি, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ও আয়কর সম্পর্কিত কর্মকান্ডের প্রয়োজনায় তথ্য এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমান প্রতিবেদনটিতে মোট তিনটি অংশে তথ্য, উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সন্নিবেশ করা হয়েছে। প্রথম অংশে রয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিচিতি, রাজস্ব পর্যালোচনা এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে বাজেটে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর বিষয়ক আলোচনা এবং তৃতীয় অংশে রাজস্ব আয় ও বিবিধ তথ্য সম্বলিত সারণীসমূহ সন্নিবেশ করা হয়েছে।

সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় এ ধরনের বার্ষিক প্রতিবেদন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল। আশা করা যায় যে, জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রতিবেদনটি সহায়ক হবে এবং প্রতিবেদনটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও এর অধীনস্থ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও গবেষক, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, রাজস্ব বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনেকাংশে মেটাতে সক্ষম হবে।

নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে প্রতিবেদনটিতে যে কোন ধরনের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি বা অসম্পূর্ণতা থেকে যেতে পারে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদনের উত্তরোত্তর উন্নয়নের জন্য যে কোন পরামর্শকে স্বাগত জানানো হবে।

পরিশেষে যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিরলস প্রচেষ্টায় রাজস্ব আদায়ের মত দুরূহ কাজ সম্পন্ন হয়েছে তাঁদেরকে এবং প্রতিবেদন সংকলন ও সম্পাদনের কাজে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

তারিখ, ঢাকা।
২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
০৭ জুন, ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ

(ডঃ নাসিরউদ্দীন আহমেদ)
সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

ভূমিকা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রথম প্রকাশ করা হয়েছিল ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে। ২০১০-১১ অথবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের ২০১০-১১ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রদান করা হয়েছে। মূলতঃ দেশের কাস্টমস্ ডিউটি, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ও আয়কর সম্পর্কিত কর্মকান্ডের প্রয়োজনায় তথ্য এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমান প্রতিবেদনটিতে মোট তিনটি অংশে তথ্য, উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সন্নিবেশ করা হয়েছে। প্রথম অংশে রয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিচিতি, রাজস্ব পর্যালোচনা এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে বাজেটে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর বিষয়ক আলোচনা এবং তৃতীয় অংশে রাজস্ব আয় ও বিবিধ তথ্য সম্বলিত সারণীসমূহ সন্নিবেশ করা হয়েছে।

সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় এ ধরনের বার্ষিক প্রতিবেদন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল। আশা করা যায় যে, জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রতিবেদনটি সহায়ক হবে এবং প্রতিবেদনটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও এর অধীনস্থ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও গবেষক, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, রাজস্ব বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনেকাংশে মেটাতে সক্ষম হবে।

নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে প্রতিবেদনটিতে যে কোন ধরনের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি বা অসম্পূর্ণতা থেকে যেতে পারে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদনের উত্তরোত্তর উন্নয়নের জন্য যে কোন পরামর্শকে স্বাগত জানানো হবে।

পরিশেষে যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিরলস প্রচেষ্টায় রাজস্ব আদায়ের মত দুরূহ কাজ সম্পন্ন হয়েছে তাঁদেরকে এবং প্রতিবেদন সংকলন ও সম্পাদনের কাজে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

তারিখ, ঢাকা।
২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
০৭ জুন, ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ

(ডঃ নাসিরউদ্দীন আহমেদ)
সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

০১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিচিতি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭৬ (The National Board of Revenue Order, 1972) এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কাষ্টমস, মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর বিষয়ক রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও প্রশাসনের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ। এটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রধান চেয়ারম্যান, একই সাথে তিনি অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রত্যক্ষ করের ৪ জন এবং পরোক্ষ করের ৪ জন সদস্য (পদাধিকারবলে অতিরিক্ত সচিব) পর্যায়ের কর্মকর্তা তাঁর কাজে সহায়তা করেন।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ৫টি অনুবিভাগে বিভক্ত। এগুলো হচ্ছে বোর্ড প্রশাসন অনুবিভাগ, কাস্টমস অনুবিভাগ, মূসক অনুবিভাগ, আয়কর অনুবিভাগ এবং গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ। এর সাংগঠনিক কাঠামোর সংক্ষিপ্ত চিত্র নিচের চার্টে দেখানো হয়েছেঃ

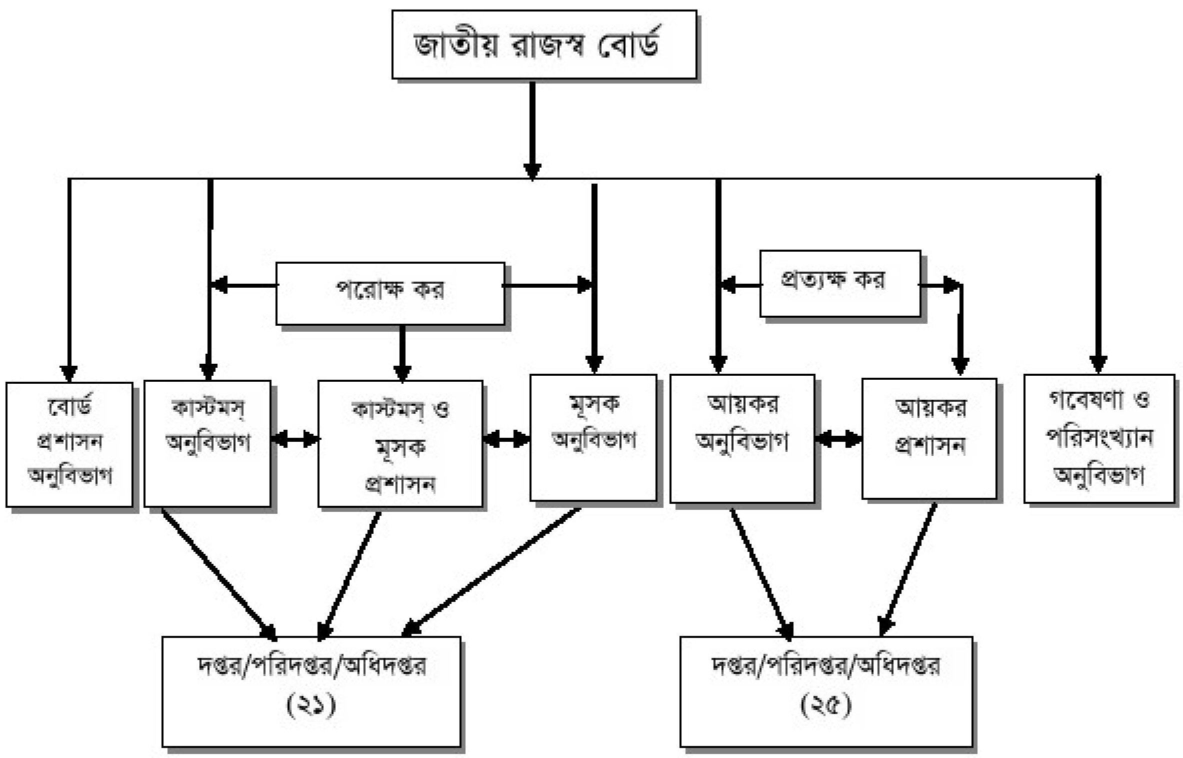

এ ছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল (সি,আই,সি) কাজ করছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের সংখ্যা মোট ৪৬টি। এর মধ্যে প্রত্যক্ষ কর প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল/জরীপ অঞ্চল/আপীল অঞ্চল/দপ্তর/পরিদপ্তর/অধিদপ্তরের সংখ্যা ২৫টি, যার মধ্যে ১৮টি দপ্তরের দায়িত্ব রাজস্ব সংগ্রহ করা। অবশিষ্ট ৭টি দপ্তরের মধ্যে ৫টি আপীল কার্যক্রম পরিচালনা করে, ১টি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাজে ও ১টি পরিদর্শন কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

পরোক্ষ কর প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস, শুল্ক, আবগারী ও মূসক কমিশনারেট/দপ্তর/পরিদপ্তর/অধিদপ্তরের সংখ্যা ২১টি। এর মধ্যে ৫টি কাস্টম হাউস, ১টি কাষ্টমস্ বন্ড কমিশনারেট ও ৮টি শুল্ক, আবগারী ও মূসক কমিশনারেট এর দায়িত্ব রাজস্ব সংগ্রহ করা। অবশিষ্ট দপ্তরসমূহ হলো ১টি আপীল, ১টি কাস্টমস্ গোয়েন্দা ও তদন্ত , ১টি মূসক নিরীক্ষা ও তদন্ত, ১টি রেয়াত ও প্রত্যর্পণ, ১টি কাস্টমস্ (শুল্ক) নিরীক্ষা ও পণ্য মূল্যায়ন (ভ্যালুয়েশন), ১টি প্রশিক্ষণ একাডেমী এবং বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে অবস্থিত স্থায়ী কাস্টমস্ প্রতিনিধির (Permanent Customs Representative) দপ্তর।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের জনবলের অনুমোদিত পদ সংখ্যা মোট ১৩,২৭৫টি। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদর দপ্তরে অনুমোদিত পদ সংখ্যা ৪৬৬, প্রত্যক্ষ করের অনুমোদিত পদ সংখ্যা ৫,৩৯২ এবং পরোক্ষ করের অনুমোদিত পদ সংখ্যা ৭,৪১৭ (শ্রেণীভিত্তিক জনবলের তথ্য সারণী-২১ এ সন্নিবেশ করা হয়েছে)।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রধান কার্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

(১) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আদায়;

(২) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আদায় সম্পর্কিত বিধি ও বিধান প্রণয়ন;

(৩) কাস্টমস্ ডিউটি (আমদানি শুল্ক ও রপ্তানি শুল্ক), মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, আবগারী শুল্ক ও আয়কর আদায়ে নিয়োজিত দপ্তরসমূহসহ অন্যান্য দপ্তরের কার্যক্রম তদারকি ও দপ্তরসমূহের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ;

(৪) কর-নীতি ও আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায়, রাজস্ব বাজেট প্রস্তুতকরণে, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিদেশের সাথে সাধারণ সহযোগিতা চুক্তি, অনুদান ও ঋণ সংক্রান্ত চুক্তি এবং কর-সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা প্রদান;

(৫) অর্পিত ক্ষমতা বলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শুল্ক/কর মওকুফ করা;

(৬) বন্ডেড ওয়্যারহাউস ও প্রত্যর্পণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশের রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধিতে এবং দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;

(৭) করদাতাদের কর পরিশোধে উৎসাহিত করা;

(৮) কর ভিত্তি সম্প্রসারণ, কর ফাঁকি রোধকল্পে পরিচালিত জরীপ/নিরীক্ষা কাজে এবং চোরাচালান দমন ও গোয়েন্দা কার্যক্রমে নিয়োজিত দপ্তরসমূহের কার্যক্রম তদারকি ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ; এবং

(৯) রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত তথ্য, উপাত্ত মনিটর ও সংরক্ষণ করা।

০২। সরকারের মোট রাজস্ব ও জিডিপি পরিস্থিতি

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনয়ন এবং দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে রাজস্ব জিডিপি অনুপাত একটি গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়া জরুরী। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সাথে সাথে সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ এবং রাজস্ব-জিডিপি অনুপাতও ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও এখনও আশানুরূপ পর্যায়ে পৌছায় নাই। ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের রাজস্ব-জিডিপির অনুপাত ছিল ৩.৪৩%। ২০১০-১১ অর্থবছরে তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ১২.১৭% এ দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে সরকারের মোট রাজস্বের ৮৬.১৯% কর রাজস্ব (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বর্হিভূত কিছু উৎসের সমন্বয়ে কর রাজস্ব গঠিত) থেকে সংগৃহীত হয়। ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে কর রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ছিল ৩.৪১% এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে তা বেড়ে ১০.৪৯% হয়েছে। অন্যদিকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব-জিডিপির অনুপাত ছিল ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে ৩.৩৪%, ২০১০-১১ অর্থবছরে তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ১০.০৮% এ দাঁড়িয়েছে (সারণী-১)। ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর হতে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপি, কর রাজস্ব ও মোট রাজস্বের প্রবৃদ্ধি সারণী-২ এ এবং ২০০০-০১ অর্থবছর হ'তে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আদায়কৃত খাতভিত্তিক রাজস্ব এবং জিডিপি এর শতকরা হার সারণী-৩ এ দেখানো হয়েছে।

০৩। সরকারের মোট রাজস্ব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্ব পরিস্থিতি

দেশের মোট রাজস্বের এক বৃহদাংশ ও কর রাজস্বের সিংহভাগ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংগ্রহ করে। তবে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে মোট রাজস্বে কর বহির্ভূত রাজস্ব এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্বের অংশ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭২-৭৩ অথবছরে সর্বমোট রাজস্বের ৯৯.১৬% কর রাজস্ব এবং ০.৮৪% কর বহির্ভূত রাজস্ব উৎস থেকে পাওয়া যায়। সে সময় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ ছিল মোট রাজস্বের ৯৭.১২%। ২০১০-১১ অর্থবছরে মোট সংগৃহীত রাজস্বের ৮৬.১৯% কর রাজস্ব থেকে, ১৩.৮১% কর বহির্ভূত রাজস্ব থেকে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব থেকে ৮২.৮২% সংগৃহীত হয়েছে (সারণী-৪)। ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর হতে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ের গতিধারা পবরবর্তী পৃষ্ঠায় লেখচিত্র-১ এ দেখানো হয়েছে।

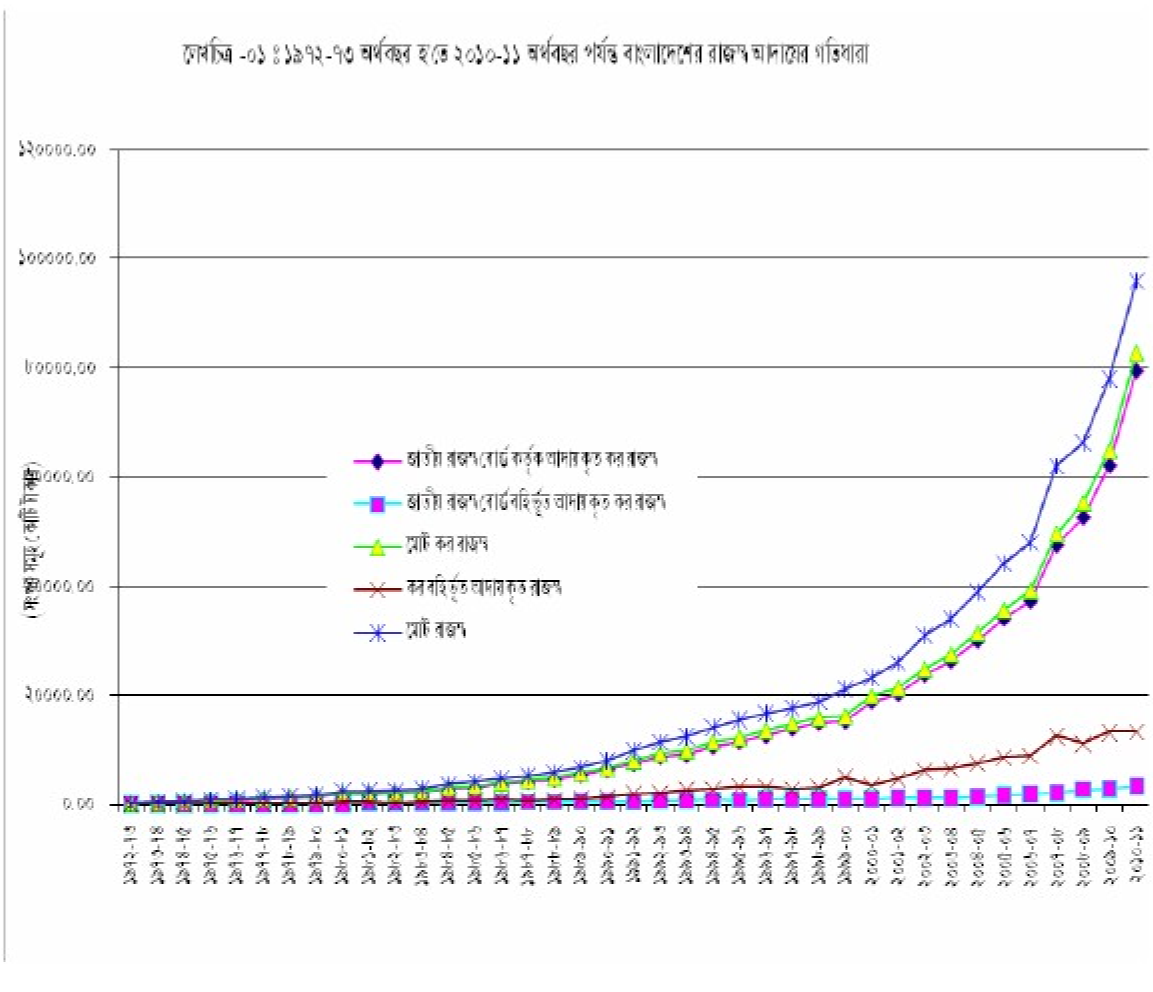

০৪। ২০১০-১১ অর্থবছরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আদায় পরিস্থিতি

২০১০-১১ অর্থবছরের জন্য সরকারের রাজস্ব আহরণের মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল মোট ৯২,৮৪৭.০০ কোটি টাকা। পরবর্তীতে এ লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করা হয় এবং সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা মোট ৯৫,১৮৮.০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়। কর রাজস্বের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৯,০৫২.০০ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্বের ৮৩.০৫% এবং কর বহির্ভূত রাজস্বের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৬,১৩৬.০০ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্বের ১৬.৯৫%। কর রাজস্বের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত রাজস্বের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৫,৬০০.০০ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্বের ৭৯.৪২% এবং মোট কর রাজস্বের ৯৫.৬৩%। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্বের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩,৪৫২.০০ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্বের ৩.৬৩% এবং মোট কর রাজস্বের ৪.৩৭%। ২০১০-১১ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় হয়েছে মোট ৯৫,৮৭৪.১১ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রা (৯৫,১৮৮.০০ কোটি টাকা) অপেক্ষা ৬৮৩.১১ কোটি টাকা বা ০.৭২% বেশী। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১০০.৭২%। আদায়কৃত রাজস্বের মধ্যে কর রাজস্বের পরিমাণ ৮২,৬৩২.১১ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রা (৭৯,০৫২.০০ কোটি টাকা) অপেক্ষা ৩,৫৮০.১১ কোটি টাকা বা ৪.৫৩% বেশী। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১০৪.৫৩%। আলোচ্য অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আদায় করেছে ৭৯,৪০৩.১১ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রা (৭৫,৬০০.০০ কোটি টাকা) অপেক্ষা ৩,৮০৩.১১ কোটি টাকা বা ৫.০৩% বেশী। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১০৫.০৩%। আদায়কৃত কর রাজস্বের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্বের পরিমাণ ৩,২২৯.০০ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রা (৩,৪৫২.০০ কোটি টাকা) অপেক্ষা ২২৩.০০ কোটি টাকা বা ৬.৪৬% কম। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৩.৫৪%। কর বহির্ভূত উৎস হ'তে প্রাক্কলিত ১৬,১৩৬.০০ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় হয়েছে ১৩,২৪২.০০ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ২,৮৯৪.০০ কোটি টাকা বা ১৭.৯৪% কম। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৮২.০৬%। ২০১০-১১ অর্থবছরে আদায়কৃত মোট রাজস্বের ৮৬.১৯% আদায় হয়েছে কর রাজস্ব থেকে এবং ১৩.৮১% আদায় হয়েছে কর বহির্ভত রাজস্ব থেকে। আবার মোট কর রাজস্বের ৯৬.০৯% আদায় হয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব থেকে ও ৩.৯১% আদায় হয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্ব থেকে। ২০১০-১১ অর্থবছরে মোট রাজস্বের মধ্যে ৮২.৮২% আদায় হয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব থেকে, ৩.৩৭% আদায় হয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্ব থেকে এবং ১৩.৮১% আদায় হয়েছে কর বহির্ভূত রাজস্ব থেকে। ২০১০-১১ অর্থবছরে কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্বের খাতভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আদায় তথ্য সারণী-৫ এ দেখানো হয়েছে। এছাড়া ২০১০-১১ অর্থবছরে আদায়কৃত মোট রাজস্বের মধ্যে কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্বের অংশ লেখচিত্র-২ এ, আদায়কৃত মোট কর রাজস্বের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্বের অংশ লেখচিত্র-৩ এ এবং আদায়কৃত মোট রাজস্বের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অংশ লেখচিত্র-৪ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র -০২ ঃ ২০১০-১১ অর্থবছরে আদায়কৃত মোট রাজস্বের মধ্যে কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্বের অংশ

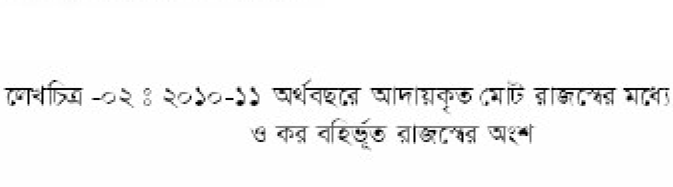

০৫। ২০১০-১১ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য নির্ধারিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আদায় পরিস্থিতি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন রাজস্বকে প্রধানতঃ দু'ভাগে দেখানো হয়, যথাঃ প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর । প্রত্যক্ষ করের মধ্যে আয়কর এবং অন্যান্য কর ও শুল্ক (বৈদেশিক ভ্রমণ কর, অন্যান্য কর ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । পরোক্ষ করের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আমদানি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক, আবগারী শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক ও টার্ণওভার কর। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব কাঠামোকে নিচের ছকে দেখানো হয়েছেঃ

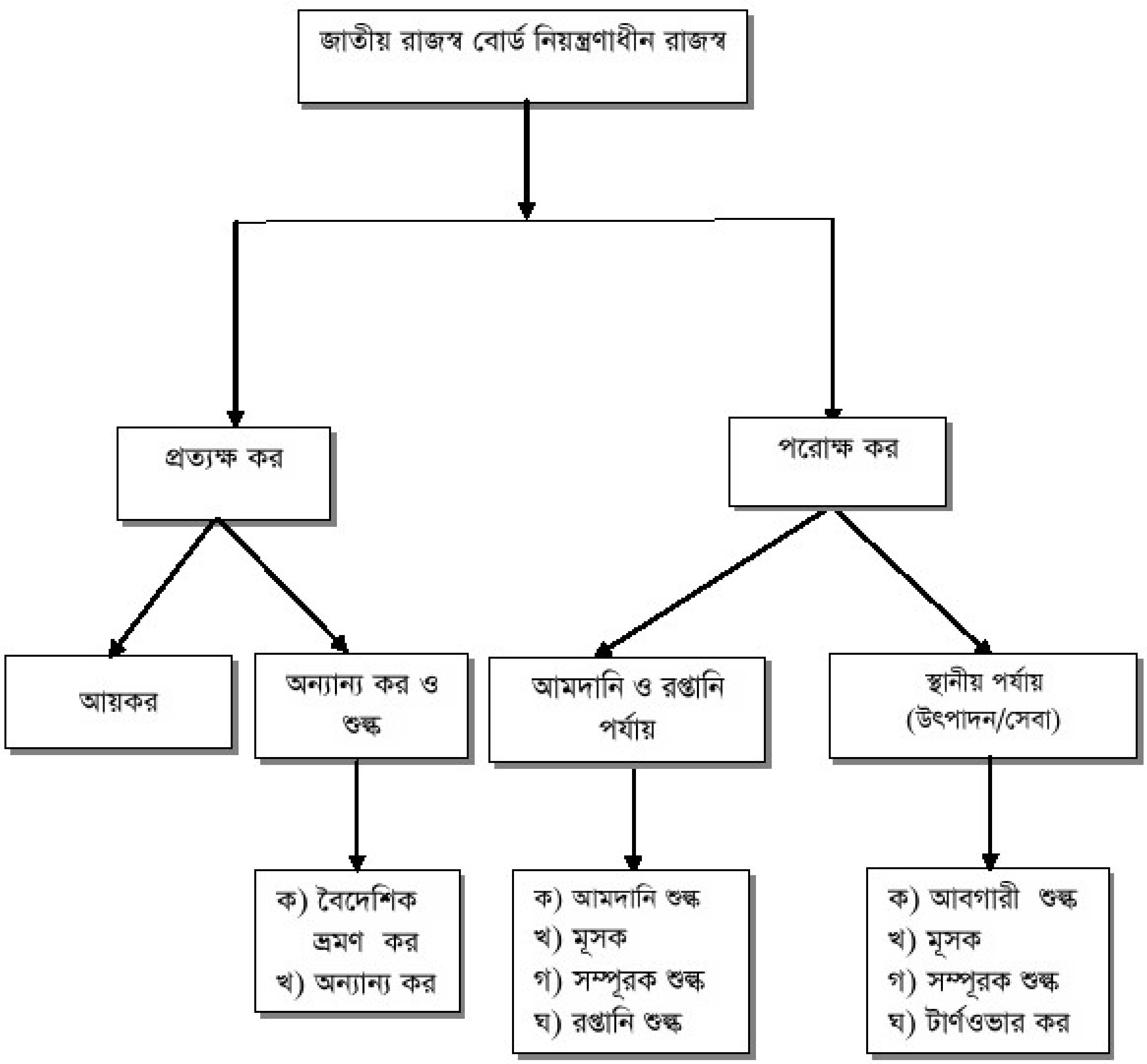

২০১০-১১ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন রাজস্বের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৫,৬০০.০০ কোটি টাকা। মোট লক্ষ্যমাত্রার ৩৫.১০ শতাংশ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ের জন্য, ৩৫.০৩ শতাংশ স্থানীয় পর্যায়ের জন্য, ২৯.২৪ শতাংশ আয়কর খাতের জন্য এবং ০.৬৩ শতাংশ অন্যান্য কর ও শুল্ক খাতের জন্য নির্ধারণ করা হয়। মোট লক্ষ্যমাত্রার খাতভিত্তিক অংশ লেখচিত্র-৫ এ দেখানো হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আলোচ্য অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আদায় করেছে ৭৯,৪০৩.১১ কোটি টাকা।

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১০৫.০৩%, যা পূববর্তী অর্থবছরের আদায় ৬২,০৪২.১৬ কোটি টাকার তুলনায় ১৭,৩৬০.৯৫ কোটি টাকা বা ২৭.৯৮% বেশী। মোট আদায়কৃত রাজস্বের মধ্যে আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে ৩৫.২১ শতাংশ, স্থানীয় পর্যায়ে ৩৫.২৯ শতাংশ, আয়কর খাতে ২৮.৯৮ শতাংশ এবং অন্যান্য কর ও শুল্ক খাতে ০.৫২ শতাংশ আদায় হয়েছে। আদায়কৃত মোট রাজস্বের খাতভিত্তিক অবদান লেখচিত্র-৬ এ দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন অর্থবছরের আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়, স্থানীয় পর্যায়, আয়কর এবং অন্যান্য কর ও শুল্কের ক্ষেত্রে আদায়কত রাজস্ব ও মোট আদায়কৃত রাজস্বের অংশের হিসাব সারণী-৬ এ দেখানো হয়েছে।

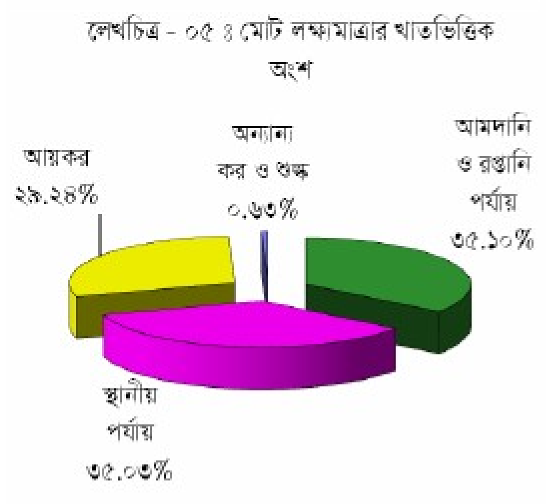

লেখচিত্র - ০৫ ঃ মোট লক্ষ্যমাত্রার খাতভিত্তিক অংশ

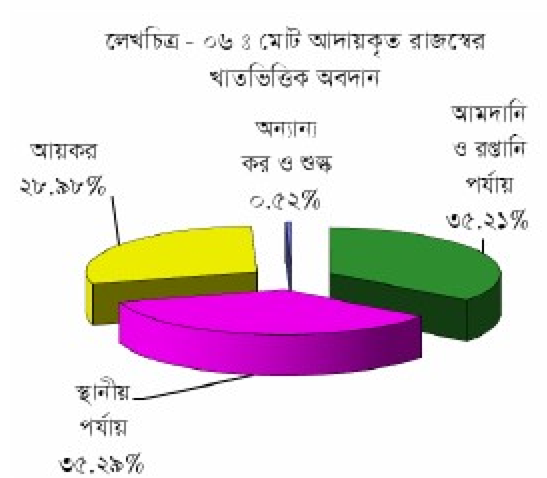

লেখচিত্র - ০৬ ঃ মোট আদায়কৃত রাজস্বের খাতভিত্তিক অবদান

এছাড়া ২০১০-১১ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাসভিত্তিক রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আদায় তথ্য সারণী-৭ এ দেখানো হয়েছে। ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর হতে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা, আদায়, প্রবৃদ্ধি ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার সারণী-৮ এ এবং উক্ত বছরসমূহের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আদায়ের গতিধারা লেখচিত্র -৭ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র -৭ ঃ ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর হতে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা এবং আদায়ের গতিধারা

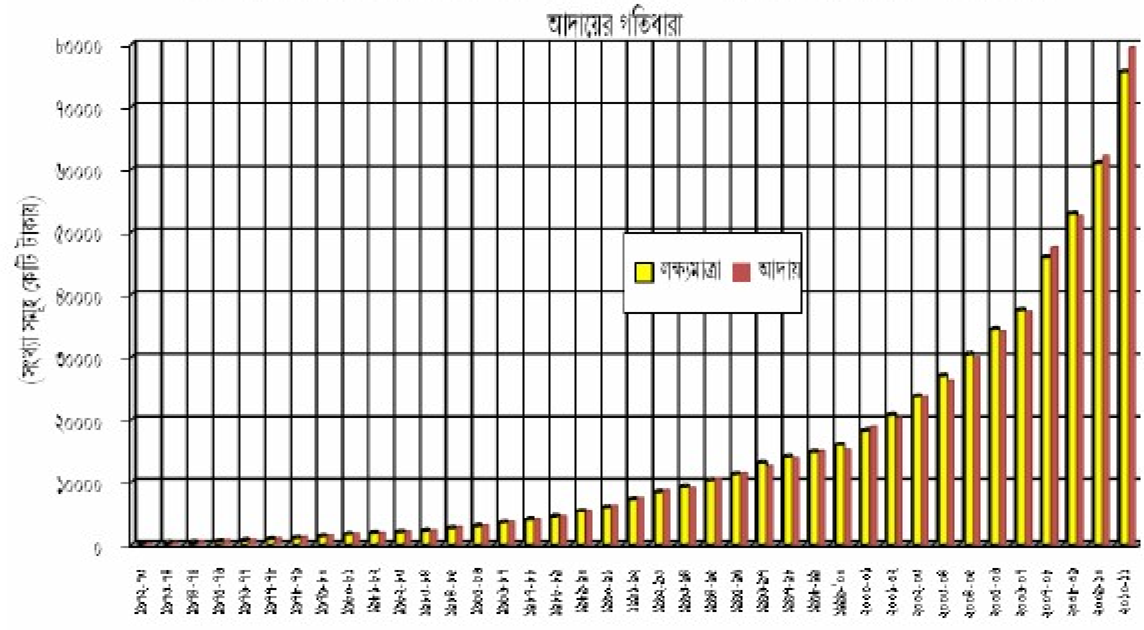

প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর

২০১০-১১ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ করের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২২,৫৮২.০০ কোটি টাকা, আদায় হয়েছে ২৩,৪১৯.৫৭ কোটি টাকা। এ আদায় লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ৮৩৭.৫৭ কোটি টাকা বা ৩.৭১% বেশী। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১০৩.৭১%। এ আদায় গত অর্থবছরের আদায় ১৭,৪২৮.৩৪ কোটি টাকা থেকে ৫,৯৯১.২৩ কোটি টাকা বেশা। বিগত অর্থবছরের আদায়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি ৩৪.৩৮%। ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর হতে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করের খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়, প্রবৃদ্ধি এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মোট আদায়ের অনুপাত সারণী-৯ এ দেখানো হয়েছে।

পরোক্ষ করের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৩,০১৮.০০ কোটি টাকা, আদায় হয়েছে ৫৫,৯৮৩.৫৪ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২,৯৬৫.৫৪ কোটি টাকা বা ৫.৫৯% বেশী আদায় হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১০৫.৫৯%। এ আদায় গত অর্থবছরের আদায় ৪৪,৬১৩.৮২ কোটি টাকা থেকে ১১,৩৬৯.৭২ কোটি টাকা বেশী। বিগত অর্থবছরের আদায়ের তুলনায় প্রবদ্ধি ২৫.৪৮%। ২০১০-১১ অথবছরে কাস্টম হাউস এবং কমিশনারেটভিত্তিক পরোক্ষ করের লক্ষ্যমাত্রা ও আদায় সারণী-১০ এ এবং ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর হতে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত পরোক্ষ কর আদায়ের পরিমাণ ও প্রবৃদ্ধি সারণী-১১ এ দেখানো হয়েছে।

২০১০-১১ অর্থবছরে মোট রাজস্বের ৭০.৫১% আদায় হয়েছে পরোক্ষ কর থেকে এবং ২৯.৪৯% আদায় হয়েছে প্রত্যক্ষ কর থেকে (সারণী-১২)। বিভিন্ন অর্থবছরের পরোক্ষ কর ও প্রত্যক্ষ কর আদায় প্রবণতা পর্যালোচনা (সারণী-৬, সারণী-৯ এবং সারণী-১২) করলে লক্ষ্য করা যায় যে, মোট রাজস্বে প্রত্যক্ষ করের অংশ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এবং পরোক্ষ করের অংশ ক্রমান্বয়ে কমছে। ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর হতে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আদায়কৃত মোট রাজস্বে প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ করের অংশের গতিধারা লেখচিত্র-৮এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র - ০৮ ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আদায়কৃত মোট রাজস্বে প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ করের অংশের গতিধারা

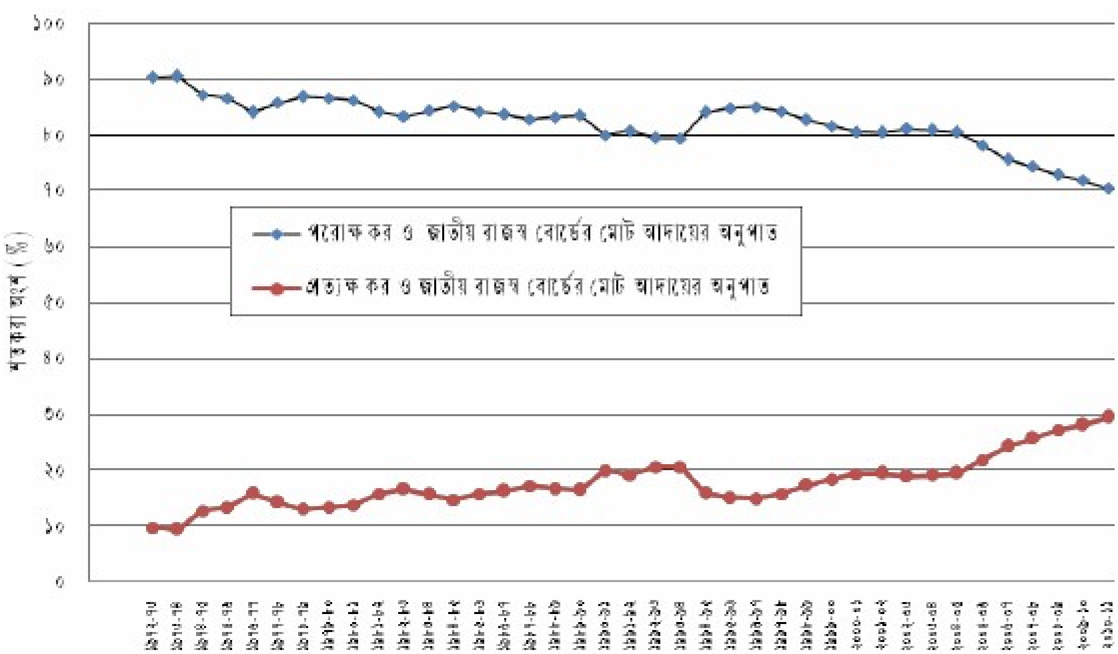

আবার পরোক্ষ করের মোট রাজস্বে স্থানীয় পর্যায়ের রাজস্ব আদায়ের অংশ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এবং আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ের রাজস্ব আদায়ের অংশ ক্রমান্বয়ে কমছে। ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত পরোক্ষ করের মোট রাজস্বে স্থানীয় পর্যায়ে আদায়কৃত রাজস্ব এবং আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আদায়কৃত রাজস্বের অংশের গতিধারা লেখচিত্র-০৯ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র -০৯ ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আদায়কৃত মোট পরোক্ষ করে স্থানীয় পর্যায়ে আদায়কৃত রাজস্ব এবং আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আদায়কৃত রাজস্বের অংশের গতিধারা

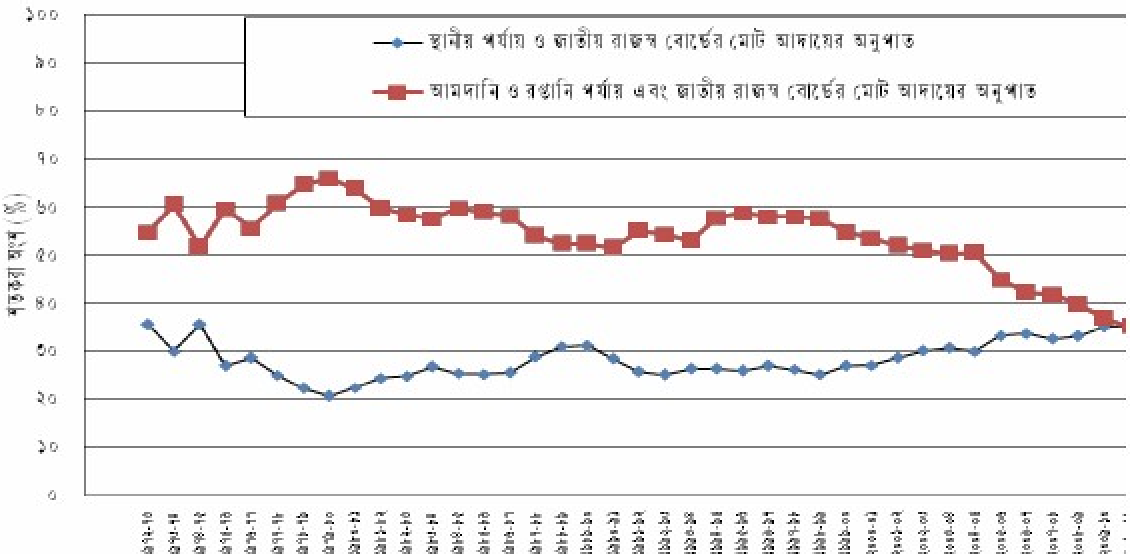

২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন বিভিন্ন খাতের শুল্ক করাদির খাতভিত্তিক রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা, আদায় ও পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় লক্ষ্যমাত্রা ও আদায়ের হ্রাস/বৃদ্ধি সারণী-১৩ এ দেখানো হয়েছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছর হতে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ করের বিভিন্ন প্রকার শুল্ক করাদির খাতভিত্তিক মূল ও সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ও রাজস্ব আদায়ের পরিসংখ্যান সারণী-১৪ এ এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ করের খাতভিত্তিক মাসওয়ারী রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও খাতভিত্তিক মাসওয়ারী রাজস্ব আদায় তথ্য যথাক্রমে সারণী-১৫ তে ও সারণী-১৬ তে দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী অর্থবছরসমূহের সাধারণ মৌসুমী প্রবণতার ন্যায় ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের (জুলাই-ডিসেম্বর) তুলনায় শেষ ছয় মাসে (জানুয়ারী-জুন) রাজস্ব আদায় বেশী হয়েছে। রপ্তানি শুল্ক এবং অন্যান্য কর ও শুল্ক ব্যতিত পরোক্ষ কর এবং প্রত্যক্ষ করের প্রতিটি খাতের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা বিদ্যমান (সারণী- ১৭)।

বকেয়া রাজস্ব

২০১০-১১ অর্থবছরে পরোক্ষ কর (আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে এবং স্থানীয় পর্যায়ে) ও প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ যথাক্রমে ৮,৬৪১.৯৮ কোটি টাকা ও ৫,০৩৫.৬৩ কোটি টাকা এবং বকেয়া রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৩২.৮০ কোটি টাকা ও ৮২১.৫৯ কোটি টাকা। মোট বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ১৩,৬৭৭.৬১ কোটি টাকা এবং মোট বকেয়া রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ১,৩৫৪.৩৯ কোটি টাকা (সারণী-১৮)।

০৬। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আদায়কত রাজস্বের বিপরীতে প্রশাসনিক ব্যয়

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রাণাধীন খাতসমূহ হতে ২০১০-১১ অর্থবছরে রাজস্ব আয় হয়েছে মোট ৭৯,৪০৩.১১ কোটি টাকা। উক্ত টাকা আয় বাবদ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও এর অধীনস্থ প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের ব্যয় হয়েছে মোট ৫৮০.৩৬ কোটি টাকা (সারণী - ১৯)। এ ব্যয়ের পরিমাণের মধ্যে পিএসআই কোম্পানীকে পরিশোধিত অর্থ ১৯২.৮৪ কোটি টাকা এবং ব্যান্ডরোল ও ষ্ট্যাম্প মুদ্রণ বাবদ পরিশোধিত অর্থ ৮৮.৫৮ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পিএসআই কোম্পানীকে পরিশোধিত অর্থ এবং স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল মুদ্রণ ব্যয় সহ মোট ব্যয় হিসেবে প্রতি ১০০ টাকা রাজস্ব আদায়ে ব্যয় হয়েছে ০.৭৩ টাকা, যা ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ০.৩১ টাকা অর্থাৎ ২৯.৮১% কম। পিএসআই কোম্পানীকে পরিশোধিত অর্থ এবং ব্যান্ডরোল ও স্ট্যাম্প মুদ্রণের জন্য পরিশোধিত অর্থ বাবদ ব্যয় ব্যতিত প্রতি ১০০ টাকা রাজস্ব আদায়ের জন্য ব্যয় হয়েছে ০.৩৮ টাকা (সারণী-২০)। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কতৃক আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ উত্তরোত্তোর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং রাজস্ব আদায় বাবদ ব্যয়ের হার কমছে। লেখচিত্র-১০ এ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আদায়কৃত রাজস্বের ও প্রশাসনিক ব্যয়ের হারের গতিধারা দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র-১০ঃ আদায়কৃত রাজস্ব ও প্রশাসনিক ব্যয়ের হারের গতিধারা

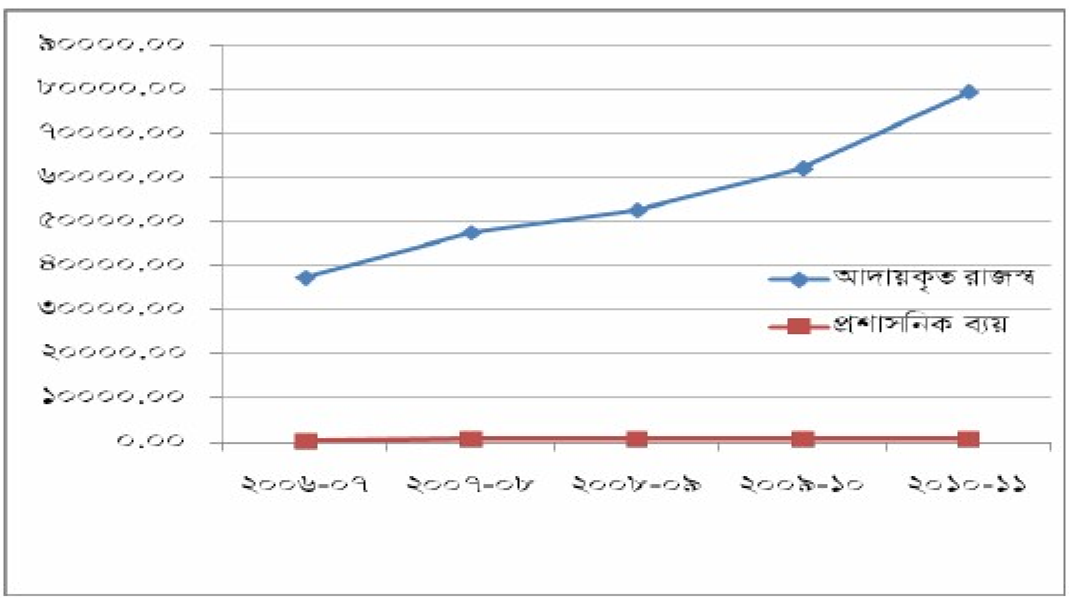

০৭। ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন কর সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার ঘোষিত রূপকল্পে চিহ্নিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যসমূহ স্বল্পতম সময়ে অর্জনের জন্য খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, উৎপাদনমুখী শিল্পের প্রসার ও রপ্তানি বৃদ্ধি, দেশজ শিল্পের বিকাশ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্রমোচন এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে ২০১০-১১ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় ২০১০-১১ অর্থবছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হয়েছে ঃ

প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত ব্যবস্থাদি

আয়কর মেলা ২০১০

প্রথম বারের মত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর অনুবিভাগের উদ্যোগে ২৫-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে ঢাকা ও চট্টগ্রাম, এ দুটি বিভাগীয় শহরে আয়কর মেলা আয়োজন করা হয়, যা করদাতাদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। ঢাকা ও চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত এই আয়কর মেলায় ৫৫,০০০ করদাতা তাঁদের আয়কর রিটার্ণ দাখিল করেন এবং এই মেলার মাধ্যমে আয়কর আদায় হয় প্রায় ৩২১.০০ কোটি টাকা।

নতুন টিআইএন প্রদান এবং স্পট এ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০১০-১১ অথবছরে করদাতা উদ্ধুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই করদাতা উদ্ধুদ্ধকরণ কর্মসূচীর আওতায় আয়কর মেলা-২০১০ এর সফলতা বিবেচনায় আয়কর অনুবিভাগ নতুন করদাতা সনাক্তকরণ ও স্পট এসেসমেন্টের মাধ্যমে করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন Growth Center (ব্যবসার কেন্দ্র বিন্দু) এ নতুন করদাতাদের টিআইএন প্রদান ও স্পট এসেসমেন্ট কার্যক্রম নভেম্বর ২০১০ থেকে শুরু করে। ২০১০-১১ অর্থবছরে দেশব্যাপী নতুন টিআইএন প্রদান ও স্পট এসেসমেন্ট কার্যক্রম মোট ৩৫১টি Growth Center এ পরিচালনা করা হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ৩৫ হাজার নতুন করদাতাকে টিআইএন প্রদান ও স্পট এসেসমেন্ট সম্পন্ন করা হয় এবং আয়কর আদায় হয় প্রায় ৭.৫ কোটি টাকা।

নাটক নির্মাণ, টকশো আয়োজন, মতবিনিময় সভা

করদাতা উদ্ধুদ্ধকরণ কর্মসূচীর আওতায় করদাতাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রখ্যাত নাট্যকার ড. হুমায়ুন আহমেদকে দিয়ে কর বিষয়ক নাটক "রূপার ঘন্টা" নির্মাণ করা হয়, যা বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে সম্প্রচারিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন কর অঞ্চলে করদাতা উদ্ধুদ্ধকরণের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর উপস্থিতিতে নারায়ণগঞ্জের করদাতাদের সাথে এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর উপস্থিতিতে ঢাকার উত্তরার করদাতাদের সাথে মতবিনিময় সভা অনষ্ঠিত হয়। সরকারী ও বেসরকারী টিভি চ্যানেলে আয়কর বিষয়ক সচেতনতামূলক টকশোর আয়োজন করা হয়।

আয়কর দিবস

প্রতি বছরের ন্যায় ২০১০-১১ অর্থবছরেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর অনুবিভাগের উদ্যোগে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে আয়কর দিবস উদযাপন করা হয়। এ দিবসে মাননীয় অর্থমন্ত্রী আয়কর সচেতনতামূলক বিশাল র‌্যালীতে অংশগ্রহণ করেন। এ আকর্ষনীয় র‌্যালীতে শিল্পী, কলাকুশলী, খেলোয়ার ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর অনুবিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। এ দিবসে দেশব্যাপী জেলা ও সিটি কর্পোরেশন ভিত্তিক সর্বোচ্চ ও দীর্ঘ মেয়াদী করদাতাদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

আয়কর অনুবিভাগের অটোমেশন

সরকারী অর্থায়নে "আয়কর অনুবিভাগের অফিসসমূহের কম্পিউটারাইজেশন, নেটওয়ার্কিং এবং ইন্টারনেট সংযোগ কাজ বাস্বায়ন" কর্মসূচীর আওতায় ২০১০-১১ অর্থবছরে মাঠ পর্যায়ের সার্কেল অফিসসমূহে ৩৫৫টি ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়। এ কর্মসূচীর আওতায় ইতোমধ্যে সকল সার্কেল অফিসের কম্পিউটারে MIST সফটওয়্যার স্থাপন করা হয়েছে। এ সফটওয়ারের মাধ্যমে কর নির্ধারণ কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করা যাবে। এছাড়া এ কর্মসূচীর আওতায় সকল করদাতার হালনাগাদ তথ্য সফটওয়্যারে এন্ট্রি কার্যক্রম চলছে। কর অঞ্চল-৮, ঢাকা ও বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর) ঢাকায় সীমিত আকারে অনলাইনে আয়কর রির্টাণ জমা দেয়ার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে আয়কর পরিগণনা সহজীকরণের লক্ষ্যে ট্যাক্স ক্যালকুলেটর এবং করদাতাদের কর নির্ধারণী সার্কেল সনাক্তকরণের জন্য Jurisdiction Software স্থাপন করা হয়েছে।

২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেট কার্যক্রমে প্রবর্তিত আয়কর সংক্রাম্ বিধানের সংক্ষিপ্ত-সার

<u>কর জাল সম্প্রসারণ</u>

(১) (ক) ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা পূর্বের ন্যায় ১,৬৫,০০০ টাকা অব্যাহত রয়েছে। মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদুর্ধ্ব বয়সের করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা পূর্বের ন্যায় ১,৮০,০০০ টাকা এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ২,০০,০০০ টাকা অপরিবর্তিত রয়েছে;

(খ) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর কর হার যথাক্রমে ৩৭.৫০% এবং ২৭.৫০% এবং ব্যাংক, বীমা এবং অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের কর হার ৪২.৫০% এ অপরিবর্তিত আছে। এছাড়া পাবলিকলি ট্রেডেড মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানীর কর হার এবং নন-পাবলিকলি ট্রেডেট অপারেটর কোম্পানীর কর হার যথাক্রমে ৩৫% এবং ৪৫% এ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

(২) **<u>Spot Assessment</u>**

(ক) স্বল্প আয়ের ব্যবসায় নিয়োজিত করদাতাদের ক্ষেত্রে ,

এলাকা নির্বিশেষে যাদের প্রারম্ভিক পুঁজি অনূর্ধ্ব ৮ লক্ষ টাকা তাদের জন্য প্রদেয় আয়কর ২,০০০ টাকা এবং এলাকা নির্বিশেষে যাদের প্রারম্ভিক পুঁজি ৮ লক্ষ টাকার বেশী কিন্তু ১০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে নয় তাদের জন্য প্রদেয় আয়কর ৪,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে;

(খ) পেশার (শুধুমাত্র স্বল্প আয়ের ডাক্তার ও আইনজীবীদের জন্য প্রযোজ্য) ক্ষেত্রে,
এলাকা নির্বিশেষে যে সকল পেশাজীবী অনূর্ধ্ব ৫ বছর পর্যন্ত পেশায় নিয়োজিত আছেন তাদের জন্য প্রদেয় আয়কর ২,০০০ টাকা এবং এলাকা নির্বিশেষে যে সকল পেশাজীবী ৫ বছরের বেশী কিন্তু ১০ বছরের কম সময়কাল পেশায় নিয়োজিত আছেন তাদের জন্য প্রদেয় আয়কর ৪,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে;

(গ) এ পদ্ধতির আওতায় নির্ধারিত আয়করের পরিমাণ পরবর্তী ২টি কর বছরে একই পরিমাণ থাকবে;

(ঘ) এ পদ্ধতিতে নতুন করদাতাদের টিআইএন ইস্যুর ক্ষেত্রে টিআইএন আবেদন ফরম দাখিল এবং ১,০০০ টাকা আয়কর প্রদানের শর্ত শিথিল করা হয়েছে; এবং

(ঙ) এ পদ্ধতির আওতায় করদাতাদের জন্য দুই পৃষ্ঠার নতুন রিটার্ণ ফরম প্রবর্তন করা হয়েছে।

(৩) <u>টিআইএন সনদ দাখিল বাধ্যতামলক করা হয়েছে</u>

(ক) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহনের ক্ষেত্রে; এবং

(খ) ভাড়ায় ব্যবহৃত বাস, ট্রাক, প্রাইম মুভার, লরী ইত্যাদি যানবাহনের ফিটনেস নবায়নের ক্ষেত্রে।

<u>পুঁজি বাজার</u>

স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার, ডিবেঞ্চার, বন্ড বা মিউচুয়্যাল ফান্ড লেনদেন হতে অর্জিত আয়ের উপর কর নির্ধারণের জন্য আয়কর আইনে তিনটি নতুন ধারা সংযোজন ও একটি প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে। এর ফলে সরকারী সিকিউরিটিজ ব্যতিত যে কোন সিকিউরিটিজ লেনদেন হতে অর্জিত আয়ের উপর করারোপণ হবে নিম্নোক্তভাবে, যথা:-

(১) সকল কোম্পানী বা ফার্মের অর্জিত আয়ের উপর ১০%;

(২) কোন কোম্পানী book building বা public offering বা rights offering বা placement বা preference share বা অন্য কোন পদ্ধতিতে অভিহিত মূল্যের বেশী মূল্যে (বা প্রিমিয়ামে) শেয়ার বিক্রয়কালে তার প্রিমিয়াম মূল্যের উপর ৩% হারে উৎসে আয়কর সংগ্রহ করা হবে। সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন উৎসে কর কর্তন করবে;

(৩) স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার বা পরিচালক বা প্লেসমেন্ট হোল্ডার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর শেয়ার বা মিউচুয়্যাল ফান্ড ইউনিট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে হস্তান্তর মূল্য ও অর্জন মূল্যের পার্থক্যের উপর ৫% হারে করারোপের বিধান করা হয়েছে। সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্টক এক্সচেঞ্জ এ খাতে উৎসমূলে আয়কর সংগ্রহ করবে;

(৪) ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মার্চেন্ট ব্যাংক, শেয়ার ডিলার/ব্রোকার কোম্পানী এর স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার বা পরিচালকদের স্টক এক্সেচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সরকারী সিকিউরিটিজ ব্যতিত অন্য সিকিউরিটিজ লেনদেন হতে অর্জিত আয়ের উপর ৫% করারোপণ করা হয়েছে। তবে এরূপ স্পন্সর শেয়ার হোল্ডারগণ যে কোম্পানী বা কোম্পানীসমূহের স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার, ঐ কোম্পানী বা কোম্পনীসমূহের শেয়ার হস্তান্তর করলে তার ক্ষেত্রে ক্রমিক নং (৩) এ বর্ণিত হারে ও পদ্ধতিতে করারোপণ প্রযোজ্য হবে;

(৫) ক্রমিক নং (৩) এ বর্ণিত শেয়ারহোল্ডার বা পরিচালক ব্যতিত অন্য কোন শেয়ারহোল্ডার যদি অর্থবছরের যে কোন সময়ে কোন একটি স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের ১০% এর অধিক পরিমাণ শেয়ারের অধিকারী হন, সেক্ষেত্রে তাঁর সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর শেয়ার লেনদেন হতে অর্জিত আয়ের উপর ৫% হারে করারোপণ করা;

(৬) ক্রমিক নং (৪) এ বর্ণিত স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার বা করদাতা যদি আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২ এর ক্লজ (২০) এর অধীন কোম্পানী এবং ধারা ২ এর ক্লজ (৩২) এর অধীন ফার্ম মর্যাদাভুক্ত করদাতা হন, সেক্ষেত্রে শেয়ার লেনদেন হতে তার অর্জিত আয়ের উপর ক্রমিক নং (১) অনুযায়ী ১০% হারে করারোপণ; এবং

(৭) অন্যান্য ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের শেয়ার লেনদেন হতে উদ্ভূত মুনাফা পূর্বের ন্যায় করমুক্ত থাকার বিধান অব্যাহত রয়েছে।

অপ্রদর্শিত আয় ঘোষণার বিধান বিলোপ

আয়কর আইনে ৩০ জুন, ২০১০ এর মধ্যে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার ঘোষণা, পুরাতন শিল্পের সংস্কার ও সম্পসারণ, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় এবং একটি বাড়ী বা ফ্লাট ক্রয় বা নির্মাণে বিনিয়োগের উপর নির্দিষ্ট হারে কর প্রদান করা হলে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ কোন প্রশ্ন ব্যতিরেকে গ্রহণ সংক্রান্ত ৪টি বিধান (19A, 19AA, 19AAA ও 19BBBB) অর্থ আইন, ২০১০ এর মাধ্যমে বিলোপ করা হয়েছে।

কর আপীলাত ট্রাইবুনাল সংস্কার

কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসেবে জেলা জজ হিসেবে কর্মরত/অবসরপ্রাপ্ত বিচার বিভাগের কর্মকর্তা নিয়োগের বিধান এবং ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য পর্যায়ের কর্মকর্তা নিয়োগের বিধান করা হয়েছে।

শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামো নির্মাণ সহায়ক বিধান

(১) সোলার প্যানেল, এনার্জী সেভিং বাল্ব এবং জন্ম নিরোধে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কর অবকাশ সুবিধা প্রদান;

(২) ভৌত অবকাঠামো যথাঃ সেতু, সড়ক, ফ্লাইওভার বা পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) কর্মসূচীর আওতায় নির্মিতব্য অন্যান্য ভৌত অবকাঠামোর আয় নিরূপণের ক্ষেত্রে ভৌত কাঠামোর অবচয় ভাতা ১% হারে অনুমোদনের বিধান প্রবর্তন;

(৩) ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে Bangladesh Infrastructure Finance Fund এর আওতায় ইস্যুকৃত বন্ডে জুন ২০১২ পর্যন্ত ১০% হারে কর প্রদান সাপেক্ষে বিনিয়োগের বিধান প্রবর্তন; এবং

(৪) নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্লান্ট ও মেশিনারীর উপর ত্বরায়িত অবচয় (Accelerated Depreciation) ভাতা অনুমোদনের মেয়াদ ৩০ জুন, ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা।

উৎসে আয়কর সংগ্রহের আওতা বৃদ্ধি ও হার যৌক্তিকীকরণ

(১) ঠিকাদার ও সরবরাহকারীদের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনমুক্ত সীমা বৃদ্ধিকরণ এবং উৎসে কর কর্তনের হার নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপন সংশোধন করা হয়েছে:

সংশোধিত হার	
বিল প্রাপ্তির পরিমাণ	উৎসে কর কর্তনের হার
২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	০%
২,০০,০০১ থেকে ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১%
৫,০০,০০১ থেকে ১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	২.৫%
১৫,০০,০০১ থেকে ২৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৩.৫%
২৫,০০,০০১ থেকে ৩,০০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৪%
৩,০০,০০,০০১ টাকার উপরে	৫%

(২) কতিপয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও মলধনী যন্ত্রপাতি ব্যতিত অন্যান্য পণ্য আমদানীকালে উৎসে আয়কর কর্তনের হার ৩% হতে ৫% এ বৃদ্ধি করে সংশ্লিষ্ট বিধি সংশোধন করা হয়েছে।

(৩) মোটরকার, মাইক্রোবাস ও জীপ এর রেজিস্ট্রেশন বা ফিটনেস নবায়নের ক্ষেত্রে সিসি অনুযায়ী পদেয় মালিকানা জনিত আয়করের হার নিম্নোক্তভাবে বৃদ্ধি করে সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপন সংশোধন করা হয়েছে:

গাড়ীর ধরণ	**প্রস্তাবিত প্রদেয় আয়করের হার**
১৫০০ সিসি পর্যন্ত মোটরকার এর জন্য	৮,০০০ টাকা
২০০০ সিসি পর্যন্ত মোটরকার এর জন্য	১০,০০০ টাকা
২০০০ সিসির উপরে মোটরকার এর জন্য	১৬,০০০ টাকা
২৮০০ সিসি পর্যন্ত জীপ এর জন্য	১৪,০০০ টাকা
২৮০০ সিসির উপরে জীপ এর জন্য	১৮,০০০ টাকা
মাইক্রোবাস এর জন্য	৮,০০০ টাকা

(৪) ভাড়ায় চালিত তাপানুকুল বাস, মিনিবাস, কোস্টার, ট্যাক্সিক্যাব এর অনুমিত আয়করের হার নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপন সংশোধন করা হয়েছেঃ

ক্রমিক নং	যানবাহনের ধরণ	সংশোধিত হার	
		রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ১০ বছর পর্যন্ত	রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ১০ বছর অতিক্রান্ত হলে
(ক)	তাপানুকুল লাক্সারী বাস	২০,০০০ টাকা	১০,০০০ টাকা
(খ)	তাপানুকুল মিনিবাস/কোস্টার	১০,০০০ টাকা	৬,০০০ টাকা
(গ)	তাপানুকুল ট্যাক্সিক্যাব	৭,০০০ টাকা	৩,০০০ টাকা

(৫) ইট ভাটা এর এক সেকশনের জন্য ৩০,০০০ টাকা, দুই সেকশনের জন্য ৪৫,০০০ টাকা এবং তিন সেকশনের জন্য ৬০,০০০ টাকা হারে অনুমিত আয়করের হার পুনঃনির্ধারণ;

(৬) স্টক এক্সচেঞ্জের মেম্বার কর্তৃক শেয়ার/ডিবেঞ্চার ইত্যাদি লেনদেন জনিত ব্রোকারের আয়ের উপর উৎসে আয়কর কর্তনের হার ০.০২৫% হতে ০.০৫% এ বৃদ্ধিকরণ;

(৭) সকল রপ্তানিকারকদের রপ্তানি মূল্যের উপর উৎসে আয়কর কর্তনের হার ০.২৫% হতে ০.৫০% এ বৃদ্ধিকরণ;

(৮) ইন্ডেন্টিং কমিশন ও ফরেন বায়ার্স এজেন্ট কমিশন হতে উৎসে কর কর্তনের হার যথাক্রমে ৩% ও ৪% থেকে বৃদ্ধি করে ৭.৫% নির্ধারণ;

(৯) ইন্স্যুরেন্স কমিশন হতে উৎসে কর কর্তনের হার ৩% হতে বৃদ্ধি করে ৫% নির্ধারণ;

(১০) স্টিভিডরিং এজেন্সী, প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিস এবং ক্লিয়ারিং-ফরোয়ার্ডিং সার্ভিস এর উৎসে আয়কর কর্তনের হার ৭.৫% হতে ১০% এ বৃদ্ধিকরণ;

(১১) ফ্রেইট-ফরোয়ার্ডিং সার্ভিস, নন-রেসিডেন্ট এর কুরিয়ার ব্যবসা এবং জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর সার্ভেয়ার ফিস হতে উৎসে আয়কর কর্তনের হার ৭.৫% হতে ১৫% এ বৃদ্ধিকরণ;

(১২) সরকার কর্তৃক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণকালে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা ক্যান্টনমেন্টের আওতাধীন এলাকার জন্য প্রদত্ত ক্ষতিপরণের উপর ২% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান অব্যাহত রেখে অন্য যে কোন এলাকার ক্ষেত্রে ১% হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে যা চড়ান্ত করদায় হিসেবে চিহ্নিত হবে;

(১৩) সঞ্চয়পত্র ও ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের মুনাফা হতে উৎসে আয়কর কর্তনের অব্যাহতি সীমা ১,৫০,০০০ টাকা বিলোপ করা হয়েছে। এখন থেকে যে কোন অংকের সঞ্চয়পত্রের মুনাফা প্রদানকালে ১০% হারে উৎসে কর কর্তন করা হবে। তবে পরিবার সঞ্চয়পত্র বা পেনশনার সঞ্চয়পত্রের মুনাফা থেকে উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না;

(১৪) রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিল্ডিং বা এ্যাপার্টমেন্ট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ঢাকার গুলশান, বারিধারা, ডিওএইচএস, ধানমন্ডি, লালমাটিয়া, উত্তরা, বসুন্ধরা, ক্যান্টনমেন্ট ও কারওয়ান বাজার এবং চট্টগ্রামের খুলশী, পাঁচলাইশ ও আগ্রাবাদ এলাকার জন্য প্রতি বর্গমিটার ২,০০০

টাকা এবং অন্যান্য এলাকার জন্য প্রতি বর্গমিটার ৮০০ টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। হস্তান্তরের লক্ষ্যে নিবন্ধনের সময় রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ এই আয়কর সংগ্রহ করবে।

হ্রাসকৃত হারে করারোপণ

(১) কোম্পানী শ্রেণীর করদাতাদের মৎস্য খামার হতে অর্জিত আয়ের উপর আয়কর অব্যাহতির বিধান প্রত্যাহার করে হ্রাসকৃত ৫% হারে করারোপণ এবং এ খাতের আয়ের ১০% বন্ডে বিনিয়োগের শর্ত প্রত্যাহার। কোম্পানী ব্যতিত অন্যান্য শ্রেণীর করদাতার জন্য মৎস্য খামার হতে আয়ের উপর করমুক্তি অব্যাহত থাকবে;

(২) Pelleted poultry feed উৎপাদন হতে আয়ের উপর কর অব্যাহতি প্রত্যাহার করে হ্রাসকৃত ৫% হারে করারোপণ এবং এ খাতের আয়ের ১০% বন্ডে বিনিয়োগের শর্ত প্রত্যাহার; এবং

(৩) বেসরকারী মেডিক্যাল, ডেন্টাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষাদানে নিয়োজিত কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জিত আয়ের উপর আয়কর অব্যাহতি প্রত্যাহার করে অন্যান্য বেসরকারী কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ হ্রাসকৃত ১৫% হারে করারোপণ।

আইনের কতিপয় সংশোধন

(১) আয়কর অধ্যাদেশের ১৯(২৪) ধারা সংশোধন করে ষ্টক এক্সেচেঞ্জে নিবন্ধিত নয় এরূপ বিদ্যমান কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শেয়ার মূল্য বাবদ অর্থ ব্যাকিং চ্যানেলে গ্রহণের বিধান প্রবর্তন;

(২) ব্যবসা বা পেশার ক্ষেত্রে পারকুইজিট বাবদ অনুমোদনযোগ্য খরচের সীমা ২,০০,০০০ টাকা থেকে ২,৫০,০০০ টাকায় বৃদ্ধিকরণ;

(৩) সম্পূর্ণ বা আংশিক আয়কর পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য সরলসুদ গণনার নিমিত্তে নিরূপিত সর্বশেষ নিরূপিত করবছরের আয়ের সীমা ৩ লক্ষ টাকা থেকে ৪ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি এবং সরল সুদ গণনার শুরুর তারিখ অর্থবছরের ১ জুলাই এর পরিবর্তে ১ এপ্রিল নির্ধারণ;

(৪) সর্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ণ দাখিলের জন্য করদাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে উপ কর কমিশনার সর্বোচ্চ ৬ মাস সময় বৃদ্ধি করতে পারবেন, এরূপ বিধান প্রবর্তন;

(৫) সর্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতির রিটার্ণ অডিট নিষ্পত্তির জন্য বর্তমান আইনে বলবৎ সময়সীমা সংশোধন করে কর বছর শেষ হওয়ার পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে সম্পন্নের বিধান প্রবর্তন; এবং

(৬) আয়কর অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পালনের ক্ষেত্রে আয়কর কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী সংস্থা, আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সহায়তা প্রদানের বিধান প্রবর্তন।

কর ফাঁকি রোধ

(১) জাল/ভূয়া টিআইএন ব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা জরিমানা আরোপ ও আয়কর অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী প্রসিকিউশন মামলার মাধ্যমে কারাদন্ড ও অর্থদন্ড প্রদান; এবং

(২) আয়কর বিভাগের কর্মকর্তাদের কর ফাঁকি তদন্ত নিরীক্ষা সম্পন্নের সময়কাল ও তথ্য সংগ্রহের আওতা বৃদ্ধি।

Corporate Social Responsibility এর আওতা বৃদ্ধি

(১) সামাজিক মান উন্নয়ন সম্পর্কিত ১৫ টি খাতের ব্যয়কে ১০% হারে আয়কর রেয়াত দেয়ার বিধান সংশোধন করে মোট ২২টি খাতকে চিহ্নিত করা; এবং

(২) বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর জন্য পালনীয় শর্তগুলির মধ্যে ৪টি শর্ত প্রত্যাহার এবং ৩টি নতুন শর্ত সংযোজন করে সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপন সংশোধন করা হয়েছে।

পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়

কাস্টমস্ (শুল্ক) বিভাগের অটোমেশন

ক) শুল্ক ভবন, মংলাতে এ্যাসাইকুডা++ চালু করা হয়েছে।

(খ) শুল্ক ভবন, ঢাকার সাথে ঢাকা চেম্বার এর অটোমেশন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে ঢাকা চেম্বার কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠান Data Soft এর তৈরীকৃত Software এর মাধ্যমে Web থেকে বিল অব এন্ট্রি দাখিলের কাজ চালু হয়েছে।

(গ) শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট এ Customs Valuation Database ব্যবহারের উপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের মোট ৩১৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং সকলকে একটি করে আইডি ও পাসওয়ার্ড দেয়া হয়েছে। এর ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ নিজস্ব আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে এ দপ্তরের ওয়েবসাইট www.customs.gov.bd থেকে বিগত ৩(তিন) মাসের যে কোন পণ্যের খালাসকৃত মূল্য দেখতে পারবেন, যা পণ্যের দ্রুততম খালাসে সাহায্য করবে।

২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট কার্যক্রমে গৃহীত শুল্ক সংক্রান্ত বিধানের সংক্ষিপ্তসার

শুল্ক কাঠামো অপরিবর্তিত রাখার কতিপয় ক্ষেত্র

১. পাঁচ স্তর বিশিষ্ট শুল্ক কাঠামো অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। সর্বোচ্চ শুল্ক ২৫% অপরিবর্তিত রেখে মলধনী যন্ত্রপাতি এবং আইসিটি খাতে শুল্ক ৩% অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;

২. আট স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্ক কাঠামো (২০%,৩০%, ৪৫%, ৬০%, ১০০%, ২৫০%, ৩৫০%, ৫০০%) অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৫০%, ৩৫০% ও ৫০০% সম্পূরক শুল্ক স্তর

৫. বাল্কে আমদানিকৃত গুঁড়া দুধের শুল্ক হার ১২% থেকে হ্রাস করে ৫% করা হয়েছে;

৬. মিডিয়াম ডেনসিটি ফাইবার (MDF) বোর্ডের উপর ২০% সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে; এবং

৭. খেজুরের উপর আরোপিত ২৫% আমদানি শুল্ক এবং ৫% রেগুলেটরী ডিউটি প্রত্যাহার করা হয়েছে।

<u>শুল্ক ব্যবস্থা সহজীকরণ ও সরলীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা</u>

১. মূলধনী যন্ত্রপাতি রেয়াতী সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করা হয়েছে;

২. নতুন গাড়ি ও যানবাহনের শুল্ক-কর আদায়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্য (minimum value) নির্ধারণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে;

৩. মিষ্টি, বিস্কুট, ওয়েফার, স্ক্যাচ কার্ড, চশমার ফ্রেমের ক্ষেত্রে অবমূল্যায়ন রোধ করার লক্ষ্যে ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ;

৪. শুল্ক কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন (Pre-shipment Inspection) এর আওতা হ্রাস করা হয়েছে; এবং

৫. বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য ব্যাগেজ বিধিমালা অধিকতর সহজীকরণ করা হয়েছে।

স্থানীয় পর্যায়

মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় গৃহীত ব্যবস্থাদি

(১) ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ বর্তমান সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারভিত্তিক পদক্ষেপগুলোর অন্যতম। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজ করার লক্ষ্যে অনলাইনে মূসক নিবন্ধন এবং দাখিলপত্র দাখিলের পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ এবং সফটওয়্যার তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

(২) মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ পরিবর্তনের লক্ষ্যে নতুন আইন প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে;

(৩) মূল্য সংযোজন কর এর পরিধি (VAT-net) সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর দপ্তরের সংখ্যা ও জনবল বৃদ্ধির প্রশাসনিক সংস্কার কাজ হাতে নেয়া হয়েছে; এবং

(৪) মূল্য সংযোজন কর এর পরিধি (VAT-net) প্রসারের লক্ষ্যে মূসক করদাতা উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। মূসক বিষয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনমনে উত্থাপিত নানা ধরণের প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত সহজবোধ্য ভাষায় প্রণীত মূসক পুস্তিকা, পোষ্টার ও স্টীকার বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়ের মাধ্যমে ছাপিয়ে তা মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ১০ জুলাই কে 'মূসক দিবস' এবং ১০-১৬ জুলাই কে 'মূসক সপ্তাহ' ঘোষণা করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে মূসক সম্পর্কিত তথ্য-সেবা জনগণের দোর গোড়ায় পৌছানো সহজতর হবে।

২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট কার্যক্রমে গৃহীত ব্যবস্থাদি

বিলাসবহুল ও জনস্বাস্থ্যের হানিকর পণ্য সামগ্রী (যেমন সিগারেট, মদ জাতীয় পণ্য, ২০০০ সিসির বেশী ক্ষমতার গাড়ি) নিরুৎসাহিত করার জন্য আরোপ করা হয়েছে;

৩. Meltable Scrap এবং MS Billet/Ingot এর Specific rate of duty টন প্রতি যথাক্রমে ১৫০০ টাকা এবং ২৫০০ টাকা এবং Silver bullion ও Gold bullion এর ক্ষেত্রে প্রতি ১১.৬৬৪ গ্রামের Specific rate of duty যথাক্রমে ৬ টাকা এবং ১৫০ টাকা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে; এবং

৪. সম্পূর্ণ প্রস্তুতকৃত পণ্য (finished goods) ও বিলাস দ্রব্য (luxury goods) এর উপর ৫% রেগুলেটরী ডিউটি আরো ১(এক) বছরের জন্য অব্যাহত রাখা হয়েছে।

<u>শুল্ক আরোপ করার কতিপয় ক্ষেত্র</u>

১. তামাক চাষকে নিরুৎসাহিত করতে অপ্রক্রিয়াজাত তামাক (unmanufactured tobacco) রপ্তানির উপর প্রথমবারের মত ১০% রপ্তানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে;

২. যানজট নিরসনের লক্ষ্যে যানবাহনের শুল্ক-কর বৃদ্ধি করা হয়েছে; এবং

৩. CKD এবং CBU অবস্থায় আমদানিকৃত মোটরসাইকেলের সম্পূরক শুল্ক ২০% থেকে বৃদ্ধি করে ৩০% করা হয়েছে।

<u>শুল্ক হ্রাস/প্রত্যাহার করার কতিপয় ক্ষেত্র</u>

১. অপ্রক্রিয়াজাত চিনি (raw sugar) ও প্রক্রিয়াজাত চিনির (refined sugar) উপর যথাক্রমে ২,০০০ টাকা প্রতি মেঃ টন এবং ৪,০০০ টাকা প্রতি মেঃ টন নির্ধারিত শুল্ক আরোপ করা হয়। তবে পরবর্তীতে ২৪শে অক্টোবর ২০১০ তারিখে এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অপ্রক্রিয়াজাত চিনির নির্ধারিত শুল্ক প্রত্যাহার এবং প্রক্রিয়াজাত চিনির নির্ধারিত শুল্ক প্রতি মেঃ টন ৪,০০০ টাকা থেকে হ্রাস করে প্রতি মেঃ টন ২,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৯ জুন, ২০১১ তারিখে প্রক্রিয়াজাত চিনির উপর থেকেও সম্পূর্ণ শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে;

২. বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী এনার্জি সেভিং ল্যাম্প যাতে বাংলাদেশে প্রস্তুত হয় সেজন্য এ জাতীয় বাল্বের সকল প্রকার যন্ত্রাংশ (Parts) থেকে আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর (VAT) পত্যাহার করা হয়েছে;

৩. সৌরশক্তি ব্যবহারকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সোলার প্যানেলকে সম্পূর্ণরূপে শুল্ক কর মওকুফ করা হয়েছে;

৪. বাংলাদেশে চলাচলকারী ভিন্ন দেশের বিমান সংস্থা কর্তৃক আমদানিয় কতিপয় পণ্য (যেমনঃ promotional items, revenue documents, বিনামূল্যে বিতরণের জন্য উপহার সামগ্রী, communicational equipment, ইউনিফর্ম প্রভৃতি) বিনা শুল্কে আমদানির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে;

০১) মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতিসহ অন্যান্য কর সুবিধা

ক) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে ঃ

(i) ভুট্টার তৈরী সুজি (উৎপাদন পর্যায়ে); (ii) প্লাস্টিক ও রাবারের হাওয়াই চপ্পল এবং প্লাস্টিকের পাদুকা (প্রতি জোড়া আশি টাকা মল্য সীমা পর্যন্ত) (উৎপাদন পর্যায়ে); (iii) ট্রাভেল এজেন্সি (সেবা পর্যায়ে); এবং (iv) জনশক্তি রপ্তানিকারক (সেবা পর্যায়ে);

খ) স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের স্বার্থে এবং সংযোজন (Assembling) শিল্পের পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ উৎপাদনশীল শিল্পকে অধিক প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার ও মোটর সাইকেল উৎপাদনকারী শিল্পকে আগামী ০৪ (চার) বছরের জন্য এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব এবং এর উপকরণ উৎপাদনকারী শিল্পকে আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

০২) মূল্য সংযোজন করের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ

ক) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি প্রত্যাহার করা হয়েছে ঃ

(i) হাতে তৈরী বিস্কুট ও কেক (উৎপাদন পর্যায়ে) ; (ii) প্রাকৃতিক রাবার (আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে); (iii) জরি (আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে); (iv) সিলভার বুলিয়ান (আমদানি পর্যায়ে); (v) গোল্ড বুলিয়ান (আমদানি পর্যায়ে); (vi) সিএনজি চালিত ৪০ বা তদূর্ধ্ব সিটের সাধারণ বাস (আমদানি পর্যায়ে); (vii) বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় (সেবা পর্যায়ে) এবং (viii) সামাজিক ও খেলাধুলা বিষয়ক ক্লাব (সেবা পর্যায়ে)।

খ) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে ঃ

(i) জর্দা ও গুলের উপর বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ১০% থেকে বৃদ্ধি করে ২০% করা হয়েছে (ii) শ্যাম্পু, অনুজ্জল ও উজ্জল সিরামিক প্রস্তর, টাইলস ও মোজাইক এবং সিরামিকের বাথটাব ও জিকুটি, সিঙ্ক, বেসিন, কমোড ও বাথরুমের অন্যান্য ফিটিংস এর ক্ষেত্রে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ১০% থেকে বৃদ্ধি করে ১৫% করা হয়েছে; এবং (iii) জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য সিগারেটের মূল্যস্তর ও সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে।

গ) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে ঃ

(i) এ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল, জুস ও ফ্রুট ড্রিংক, পার্টিকেল বোর্ড, লেমিনেটেড বোর্ড, সাধারণ বৈদ্যুতিক (ফিলামেন্ট) বাল্ব, মিনারেল ওয়াটার (তিন লিটার পর্যন্ত) এর উপর যথাক্রমে ১০%, ১০%, ৫%, ১৫% ৫% এবং ১০% হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

ঘ) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বার্ষিক টার্ণওভার নির্বিশেষে মল্য সংযোজন করের আওতায় নিবন্ধন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ঃ

নারিকেল তেল, ফলের জ্যাম ও জেলি, ফলের রস, ঔষধ, পেইন্টস, প্রসাধন সামগ্রী, সাবান, দিয়াশলাই, মশার কয়েল, পিভিসি পাইপ, জুতা, স্যান্ডেল, ইট, সিরামিক এবং পোরসিলিনের তৈরী পণ্য, এম এস প্রোডাক্ট, বৈদ্যুতিক পাখা, ড্রাইসেল ব্যাটারী ও স্টোরেজ ব্যাটারী, বৈদ্যুতিক বাল্ব এবং রাবার ও প্লাস্টিক ফোমের উপর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে এবং ইনডেনটিং সংস্থা, কমিউনিটি সেন্টার, অনুষ্ঠান আয়োজক, মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান ও স্থান বা স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারীর উপর সেবা প্রদান পর্যায়ে।

৩) ব্যাংক এর পাশাপাশি লিজিং ও ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠানের গৃহীত আমানতের উপর আবগারী শুল্ক আরোপ এবং অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান ভ্রমণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রুটে বিমান ভ্রমণের ক্ষেত্রে যাত্রীর টিকিট প্রতি (international air ticket) সার্কভুক্ত দেশসমূহের জন্য ৩০০ টাকা, এশিয়ার অন্যান্য দেশের জন্য ৫০০ টাকা, বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য ১০০০ টাকা হারে আবগারী শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে।